আলমডাঙ্গায় ফসলের জমিতে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রয়ের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার যাদবপুরে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে মাটি খাদক রঞ্জুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে কৃষককে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার নামে মাটি নেওয়ার উদ্দেশ্য হাসিলেরও।

তবে নগদ টাকা পেতে অনেক কৃষক স্বেচ্ছায় মাটি বিক্রি করছেন বলেও জানা গেছে। এভাবে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি কাটায় জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। এসব মাটি পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাক্টর ও লাটাহাম্বা গাড়িগুলো সদ্য নির্মিত গ্রামাঞ্চলের সড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলোতে দ্রুত গতিতে যাতায়াত করায় মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় কুমারী ইউনিয়নে ৩ টি ইটভাটা রয়েছে। মৌসুমে তিনটি ইট ভাটায় কয়েক লাখ ঘন মিটার মাটির প্রয়োজন হয়। এসব মাটির চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন মাটি ব্যবসায়ী রঞ্জু পরিত্যক্ত পুকুর ও সালিন জমিতে খনন করে মাটি মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ইট ভাটায় বিক্রি করেন। বিভিন্ন সময় উপজলা প্রশাসন জরিমানা করলেও পূণরায় আবারো তিনি মাটি ব্যবসায় জরিয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে গত কয়েকদিন আগে ভূমি দস্যু রঞ্জু উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের হাজী মঙ্গল বিশ্বাসের ছেলে আকুব্বার বিশ্বাসের সালিন ধান চাষের জমিতে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছে। এছাড়া গাড়িতে মাটি পরিবহনের নামে রাস্তায় ধুলা-কাঁদা মাটিতে সড়কে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠছে। আশেপাশের বাড়িতে ধুলা-বালির কারণে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বসতবাড়িতে থাকা ছোট শিশুরাও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রয়েছে।

এ বিষয়ে মাটি ব্যবসায়ী রঞ্জুর সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি জানান, মাটি কাটার বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রির সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ঝিনাইদহে নৌকার ৩ প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি ভাঙার অভিযোগে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের মনোনীত ৩ সংসদ সদস্য প্রার্থীকে শোকজ করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কমিটি ঝিনাইদহ-১, ২ ও ৪ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো: সোহাগ তালুকদার এবং নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি ও যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো: তৌফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠি দিয়ে তাদের কাছে আচারণ বিধি লঙ্ঘনের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

শোকজকৃতরা হলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হাই এমপি,ঝিনাইদহ-২ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী তাহজীব আলম সিদ্দিকী এমপি ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের প্রার্থী আনোয়ারুল আজীম আনার এমপি।

একই সাথে ঝিনাইদহ-৪ আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আনারের কর্মী মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রসুল ওরফে গো-রসুল,উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান ওয়াহিদুজ্জামান ওদু ও কালীগঞ্জ উপজেলা কমিউনিটি পুলিশের সাধারন সম্পাদক ইমদাদুল হক সোহাগকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়,আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দের আগেই ওই সকল প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকেরা শতশত মোটরসাইকেল নিয়ে মহড়া দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি প্রদান করে আসছিল। অনেক এলাকায় দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে নৌকা প্রতীকের পক্ষে মিছিল করে জনমনে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

এছাড়াও নির্বাচনী এলাকায় নৌকা প্রতীকের পক্ষে বিভিন্ন সভা- সমাবেশের নামে প্রতিপক্ষ প্রার্থীদেরকে নিয়ে অশালীন বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম

জানান,অবাধ,সুষ্ঠু,নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিতামুলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। যারাই নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় তিন প্রার্থীসহ তাদের কয়েকজন কর্মীকে শোকজ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে মরা ছাগলের মাংস বিক্রয়ের অভিযোগে এক জনকে কারাদন্ড

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ডেফলবাড়ী এলাকায় মরা ছাগল জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগে, একজনকে আটক করে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার বিকাল ৫টায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী মাজিস্ট্রেট এস এম নুরুন্নবী এ শাস্তি প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন সদর উপজেলার নৈহাটি গ্রামের এনামুল মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল। সদর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মনোজ কুমার জানান, সদর উপজেলার গান্না হাট থেকে পাঁচটি মরা ছাগল অটোযোগে ডেফলবাড়ি গ্রামে নিয়ে এসে তা জবাই করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করছিল। পরে ঘটনাস্থলে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটা দল তাদেরকে আটক করে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক এসএম নুরুন্নবী জানান, অভিযুক্ত ওই ছাগল ব্যবসায়ী নিজের দোষ স্বীকার করলে তাকে নগদ এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘণের অভিযোগ, প্রতীক বরাদ্দের আগে প্রচারণা ও সভা

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

প্রতীক বরাদ্দের আগেই বিভিন্ন স্থানে নৌকার তোরণ নির্মাণসহ জোরপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নিয়ে নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সভা করার অভিযোগ এনেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে দশটায় সরজমিনে যেয়ে দেখা যায় ,মেহেরপুর শহরের বামন পাড়া মোড়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে একাধিক নৌকার তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। একটি তোরণে আবার লাইটিং করা হয়েছে।

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) সদর এসিল্যান্ডের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ দিয়েছি, তবে কোন ফলাফল হয়নি। আজ বুড়িপোতা ইউনিয়নে ৯ জন ইউপি চেয়ারম্যান কে নিয়ে একটি দলীয় নির্বাচনী সভা হয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে আওয়ামি লীগ ও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অহেতুক বিতর্কিত করছে দলে অনুপ্রবেশকারী কিছু অতি উৎসাহী দলীয় কর্মীরা।
‘

জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়ালিউল্লাহ’কে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য। নৌকার তোরণ নির্মাণের বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

গাংনীতে মোবাইল সার্ভিসিং এর আড়ালে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে চপল মোবাইল সেন্টারে একটি মোবাইল সারাতে করতে দেন এক গৃহবধূ। পরে সেই মোবাইল থেকে গৃহবধূর ব্যক্তিগত একান্ত মুহূর্তের ছবি সরিয়ে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব ও হুমকি দেয় মোবাইল সেন্টারের মালিক।

গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ দুজনকে আটক করলেও গভীর রাতে তাদের ছেড়ে দেয়। এতে ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও তার পরিবারসহ বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে পুলিশ বলছে আটকদের বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূত কিছু না পাওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার সুত্রে জানা গেছে, মাস দুয়েক আগে গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে চপল মোবাইল সেন্টারে একটি মোবাইল মেরামত করতে দেন ওই গৃহবধূ। সে সময় তাকে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে বলে জানান দোকান কর্মচারী সাইফ উদ্দীন। পরে ফোনটি গৃহবধূকে দিয়ে দেয় সে। গত পাঁচ দিন আগে গৃহবধূর ছবি দিয়ে নাবিল নামের একটি ফেসবুক আইডি খুলে ওই গৃহবধূর কাছেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়। ভুক্তভোগী গৃহবধূ কিছু বুঝে উঠতে না পেরে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করেন। পরে নাবিল নামের আইডি থেকে ওই গৃহবধূর মেসেঞ্জারে তার স্বামীর সাথে থাকা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কিছু ছবি পাঠায় ও কুপ্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব না মানলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয়।

বিষয়টি ভুক্তভোগী তার পরিবারকে জানালে তারা মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে যান এবং গাংনী থানায় একটি জিডি করেন।

বিষয়টি জানাজানি হলে গৃহবধূর পক্ষের লোকজন ফুঁসে ওঠে। বিভিন্নভাবে খোঁজ নিয়ে ও ঘটনা পর্যালোচনা করে ওই গৃহবধূর পরিবার গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা রাতে চপল মোবাইল সেন্টারের মালিক চপল ও কর্মচারী সাইফকে প্রমাণসহ হাতে নাতে ধরতে

সক্ষম হয়। এ সময় উভয়পক্ষ বাক-বিতণ্ডতায় জড়িয়ে পড়লে গাংনী বাজার কমিটির লোকজন চপল ও তার কর্মচারী সাইফ উদ্দীনকে বাজার কমিটির অফিসে নিয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে গেলেও গভীর রাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

গৃহবধূর স্বামী জানান, আমার স্ত্রীকে ভয়েজ কলে রাতে গোপনালাপ করার প্রস্তাব দেওয়া হতো এবং কথা না বললে তার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো। এসব ভয়েজ রেকর্ড ও ভুয়া ফেসবুক আইডি পুলিশকে দেওয়া হয়। সেই সাথে গত শুক্রবার রাতেই মামলা করার জন্য একটি অভিযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ আমলে না নিয়ে আটকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন গোটা পরিবারই হুমকির মুখে।

বিষয়টি নিয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী বলেন, অভিযোগকারী যে আবেদন ও ধারা উল্লেখ করেছেন সেটি পর্নোগ্রাফি আইন। কিন্তু আটকদের অপরাধ ওই আইনে নয়। এদের কাছ থেকে তেমন কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডর প্রমাণও মেলেনি। তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে গৃহবধূর পক্ষ থেকে যে জিডি করা হয়েছে তা তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম বলেন, আটককৃতদের ছেড়ে দেয়া হলেও, গৃহবধূর জিডি’র তদন্ত করা হচ্ছে। কারও সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার পাইকপাড়ায় সড়কে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের একটি সড়কের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে ওই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় ওই কাজ বন্ধ করে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া ডালিমশাহ মাজার থেকে পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ১২০ মিটার সড়ককে পাকা সড়কে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়। প্রায় ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের এই অংশের একটি কাজের মান নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ।

আজ শনিবার সকালে পাইকপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, সাত ফিট প্রস্থের ওই সড়কের কোথাও বালি আছে ইটের খোয়া নেই, কোথাও সড়কের মধ্যে নিম্নমানের ইটের টুকরা ট্রাক্টরে করে ফেলা হচ্ছে। এ নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় আজ কাজ বন্ধ করে দেয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পাইকপাড়া এলাকার অন্তত তিনজন ব্যক্তি বলেন, এই রাস্তাটি পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাসহ স্থানীয়রা ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন কাদাঁ-মাটির রাস্তায় চলাচলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের কষ্ট পোহাতে হত। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছে।

এলজিইডির আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী লিয়াকত আলী বলেন, চুয়াডাঙ্গার একজন ঠিকাদার সড়কটি কাজ করছেন। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী তুলে ভালো মানের ইট ব্যবহারে নির্দেশে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক জহুরুল ইসলামের সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি জানান, ‘কাজটি অনেক আগের প্রকল্পের। তখন নির্মাণসামগ্রীর দাম কম ছিল, এখন দাম বেড়েছে। যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, আমরা এখন উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ভালো করে কাজ করব। এছাড়া অভিযোগের ইটগুলো অপসারণ করা হচ্ছে এবং আরো ভালো মানের ইট দেওয়া হচ্ছে।

আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চান বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদ নামে একজন বাংলাদেশি। তবে তার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল কানাডার শরণার্থী সুরক্ষা বিভাগ (আরপিডি)। অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় সেটি প্রত্যাখান করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও মাসুদ আদালতকে যথাযথ প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কানাডার ফেডারেল আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর মামলা খারিজ করে রায় প্রকাশ করে কানাডার ফেডারেল আদালত।

মামলার রায়ে বলা হয়, বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদের অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি আরপিডি। যার প্রেক্ষিতে মাসুদ শরণার্থী আপিল বিভাগে (আরএডি) আবেদন করেন। আপিল করার পরে, তিনি তার পক্ষে নতুন প্রমাণ দাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন। আরপিডির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মাসুদ। আরএডি নতুন প্রমাণ গ্রহণ করেনি কারণ সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

ফেডারেল আদালতের নথিতে বলা হয়, মাসুদ তার আপিল খারিজের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পার- মূল নথিগুলো দেখার জন্য আরএডির অনুরোধের ন্যায্যতা; নতুন প্রমাণ গ্রহণ না করার এবং মৌখিক শুনানি না করার আরএডির সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ এবং আরএডির বিশ্বাসযোগ্যতার তদন্তের চ্যালেঞ্জ।

কানাডার ফেদারেল আদালতের বিচারক সাদ্রেহাশেমী রায়ে বলেন, ‘মাসুদ আমাকে সন্তুষ্ট করেননি যে আরএডির প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল বা

মাসুদ কোন মূল কাগজ জমা দেননি।

আরএডি ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আরপিডির মতো, আরএডি দেখতে পেয়েছে যে মাসুদ তার দাবি প্রমাণ করতে জালনথি জমা দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ২০১৭ সালে মোহাম্মাদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর কানাডার ফেডারেল কোর্টে রিভিউর আবেদনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির কর্মী হিসেবে মো. মোস্তফা কামাল নামে এক ব্যক্তি আশ্রয় চাইলে দ্বিতীয় দফায় বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একই বছরের অক্টোবরে মাসুদ রানা এরপর ২০২২ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।

দেবাশীষ বাগচির বিরুদ্ধে চেক চুরির অভিযোগ এনে মামলা মৃদুলের

চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়েরের পর, এবার তাকে প্রতারক, বিশ্বাস ভঙ্গকারী ও চোর প্রকৃতির লোক আখ্যায়িত করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য়, আমলী আদালত মেহেরপরে দন্ডবিধির ৪৪৭, ৩৮০, ৪০৬ ও ৪০৮ ধারাতে আদালতে মামলাটি দায়ের করেছেন। মামলা নম্বর ৭৮৭/২০২৩।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল সশরীরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর আমলী আদালত মেহেরপুরে হাজির হয়ে তার আইনজীবী অ্যাড. আব্দুল মতিনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের আবেদন করলে আদালত মামলাটি আমলে নেন এবং ওসি তদন্তকে মামলাটির তদন্তভার দেন।

নালিশি মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে মামলার আবেদনে মৃদুল বলেছেন থানায় জিডি করা এবং ৯৮ ধারাতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা থাকার কারণে এই মামলাটি করতে বিলম্ব হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর শহরের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান এবং একজন প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার ব্যবসায়ী। তার পিতা মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব মেহেরপুর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, তিন বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য। তার ভাই একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। তার পরিবারের সকল সদস্য শিক্ষিত স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর ও বাইরের জেলাতে সুনামের সাথে ঠিকাদারী ব্যবসা করে আসছেন। পাশাপাশি মেহেরপুর জেলা যুবলীগেণ যুগ্ম-আহবায়ক পদে থেকে সক্রিয় ভাবে রাজনীতি করছেন।

যুবলীগের কর্মী হিসাবে মৃদুলের সাথে দেবাশীষ বাগচির সম্পর্ক ছিলো। মৃদুলের ব্যবসায়িক অফিসে কর্মী হিসাবে আসামি দেবাশীষ বাগচির যাওয়া আসা ছিলো এবং মৃদুলের হুকুম শোনার ও বাহক হিসাবে তার কাছে থাকতো।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু।

বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়ে নেওয়া হলে এবং আমি ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকবে না।’

উক্ত সংবাদ সম্মেলনটিতে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে দুই সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

এক শিফটের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত কর্মস্থলে হাজির থাকা নিয়ম শিক্ষকদের। কিন্তু এ নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুন ও শাম্মীয়ারা দীপ্তি। শুধু নিয়মমত উপস্থিতিই না, ক্লাস না নেওয়া ও শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ আচরণসহ নানা অভিযোগ রয়েছে ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ক্ষমতা দেখিয়ে নিজের মত চাকরি করছেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে তারা এসকল অনিয়ম করলেও তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারেন না কেউ।

সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুনের স্বামী পাবনা জেলার ঈশ্বরদি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং শাম্মীয়ারা দীপ্তি বিদ্যালয়ের পাশেই একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের স্ত্রী। দুজনই স্বামী ও আত্মীয় স্বজনদের ক্ষমতা দেখিয়ে মাসের পর মাস এ অনিয়ম করে চলেছেন।

বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে গত রবিবার দুপুরে দিকে ওই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান এ প্রতিবেদক। টিফিন টাইম শেষ করে স্কুলের পুরাতন ভবনের নিচতলায় তৃতীয় ও চতৃর্থ শ্রেণীর ক্লাস নিচ্ছেন দুই শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকসহ আরো ৪ জন শিক্ষক বসে গল্প করছেন । অথচ নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৫ম শ্রেণীর নির্ধারিত শিক্ষক ছুটিতে থাকায় ক্লাস হচ্ছে না। ৫ম শ্রেণীতে ১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ওই দিন চারজন অনুপস্থিত ছিলো। শ্রেণী কক্ষ থেকে বের হয়ে আসার সময় শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রতিবেদককে উদ্দেশ্যে করে বলে স্যার আপনার সাথে কথা আছে। তাদের কথা শুনতে গিয়ে তারা দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে

প্রসঙ্গত, বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন প্রধানশিক্ষক সহ ৮ জন। কিন্তু এত কম শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ জন শিক্ষক থাকলেও বিদ্যালয়টি ঠিকমত ক্লাস হচ্ছে না।

দামুড়হুদায় মেয়েকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে

দামুড়হুদায় ঘুমন্ত মেয়ে মর্জিনা খাতুনকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাবা আজিবার মণ্ডলের বিরুদ্ধে। গতকাল শনিবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের বোনের ছেলে হোসেইন বলেন, সন্ধ্যায় সমিতি থেকে নেয়া ঋণের কিস্তির টাকা দেওয়া নিয়ে বাবা আজিবার মণ্ডলের সঙ্গে মর্জিনা খাতুনের বাগবিতণ্ডা হয়। এরই জেরে রাত দেড়টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেয়েকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন আজিবার মণ্ডল। একপর্যায়ে বাড়ির একটি গর্তে ফেলে রাখেন। এ সময় মর্জিনার চিৎকারে তার মেয়ে রোকসানা ছুটে এলে তাকেও এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেন আজিবার। পরে দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে মর্জিনাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, মর্জিনা খাতুনকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। রোকসানার দুই হাত জখম হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) ইমরান। তিনি বলেন, ঘটনার পরেই পালিয়েছেন অভিযুক্ত আজিবার মণ্ডল। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।